সংবাদ

তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

বদলগাছীতে ২ ছাত্র নির্যাতন: গ্রেফতার দুই শিক্ষক

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার হাকিমপুর হাজিউদ্দিন হারামাইল সৈয়দ জয়নাল আবেদিন নুরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার এক ছাত্র ও তার মামাতো ভাইকে ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে দেওয়ায় অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঘটনায় ওই মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে বদলগাছী থানা পুলিশ। গত বুধবার তাঁদের আদালতের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদ্রাসার ছাত্র মিনারুল ইসলাম নওগাঁর ধামুইরহাট উপজেলার চক মহাদেবপুর গ্রামের এমাজ উদ্দিনের ছেলে। মিনারুল ইসলামের মামাতো ভাই রেজাউল ইসলাম ওরফে রেজা একই গ্রামের বাসিন্দা। সে বদলগাছী উপজেলার গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

মামলার এজাহারে সূত্রে জানা গেছে, মিনারুল ইসলাম ঘটনার এক সপ্তাহ আগে মাদ্রসা ছেড়ে পালিয়ে বাড়িতে চলে যায়। সে আর মাদ্রাসায় পড়বে না তার অভিভাবকদের জানায়। অভিভাবকেরা মাদ্রাসায় থাকা জিনিষপত্র তাকে বাড়িতে আনতে বলে । গত শনিবার বিকেলে মিনারুল ইসলাম তার মামাতো ভাই রেজাউল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাসায় য়ায়। মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক (বড় হুজুর) ফিরোজ আহাম্মেদ ও ছোট শিক্ষক মোকারম হোসেন তাদের একটি কক্ষে আটকে রাখে। এরপর দুই শিক্ষক মিনারুলের পিঠ ও হাত ব্লেড দিয়ে কেটে দেন। মিনারুলের সঙ্গে আসার মাদ্রাসায় অপরাধে তার মামাতো ভাই রেজাউল এর ডান হাতের কনিষ্ট আঙুল ব্লেড দিয়ে কেটে দেয়। ওইদিন সন্ধ্যায় তাদের মাদ্রাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা বাড়িতে ফিরে ঘটনাটি তাদের অভিভাবকদের জানায়।

বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন বলেন, মাদ্রাসার দুই শিক্ষক মাদ্রাসার ছাত্র মিনারুল ইসলাম ও তার মামাতো ভাইয়ের শরীর ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে বলে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এঘটনায় মাদ্রাসা ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে করাগারে পাঠানো হয়েছে।